গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা
www.mor.gov.bd

বিষয়: রেলপথ মন্ত্রণালয়ের নৈতিকতা কমিটির ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ৩য় কোয়ার্টারে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	মো: মোফাজ্জেল হোসেন সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ	:	৮ এপ্রিল ২০১৯
সময়	:	বিকাল ০২:০০ টা
সভার স্থান	:	রেলপথ ,মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ (কক্ষ নম্বর ৯৩০)
উপস্থিত সদস্যবৃন্দ	:	পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাপতির নির্দেশক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-২) বলেন যে, গত ২৪ মার্চ ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত অভ্যন্তরীণ সমন্বয়সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক নৈতিকতা কমিটির সদস্যদের পাশাপাশি রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সকল পর্যায়ের কর্মকতাকে সভায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। অত:পর তিনি রেলপথ মন্ত্রণালয়ের নৈতিকতা কমিটির ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ৩য় কোয়ার্টারের সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

২। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়ঃ

ক্র:নং	আলোচ্যসূচি ও আলোচনা	গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
২.১	**পূববর্তী ২টি সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ** সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব প্রশাসন-২ সভায় বলেন যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের নৈতিকতা কমিটির প্রথম সভা গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মোট ২০টি সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। তন্মধ্যে, ১২টি সিদ্ধান্ত ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে, যার শতকরা হার ৬০ এবং অবশিষ্ট ৮টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়া, গত ৮ জানুয়ারী ২০১৯ তারিখে ২য় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ৭টি সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। তন্মধ্যে, ২টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ৫টি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে; গড়ে শতকরা ৫২ ভাগ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে, যা লক্ষমাত্রার (৮৫%) তুলনায় অনেক কম। সভাপতি বলেন যে, বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্তসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেত হবে। সে লক্ষ্যে তিনি সংশ্লিষ্টদের কে তাগিদপত্র দেয়ার নির্দেশনা দেন।	(ক) বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্তসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেত হবে; এবং (খ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করে প্রতিবেদন দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্টেদেরকে তাগিত দিতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২.২	**রেলপথ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপনঃ** সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব প্রশাসন-২ সভায় বলেন যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো ২০১৮-২০১৯-এ মোট ৪০টি কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উক্ত কার্যক্রমগুলোর মধ্যে ৩০টি কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে এবং অবশিষ্ট ১০টি কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। তন্মধ্যে, কর্ম-	(ক) তৃতীয় কোয়ার্টারের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনটি যথাসময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে; (খ) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ	১। উপসচিব প্রশাসন-২, রেলপথ মন্ত্রণালয় ১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে;

	পরিকল্পনার ক্রমিক নম্বর- (৩.১) মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের বিদেশ সফর সংক্রান্ত নীতিমালা খসড়া চূড়ান্তকরণ; (৩.২) রেলওয়ে ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৮; (৩.৩) শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার সহায়ক প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র জারি; (৮.১) কর্মকর্ত-কর্মচারি বদলীকালে প্রমিত নিয়ম-নীতি অনুসরণ; এবং (৮.৩) বিদ্যুৎ, পানি ও জ্বালানীর (তেল/গ্যাস)-এর সাশ্রয়ী/সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ অন্যতম। এছাড়া, ৩য় কোয়ার্টারের সার্বিক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (পরিশিষ্ট-ক) সভায় উপস্থাপন করা হয়। উক্ত তৃতীয় কোয়ার্টারের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ের নৈতিকতা কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে আগামী ১৫ এপ্রিল ২০১৯ তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা রয়েছে। সভাপতি জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামোতে উল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ গুরুত্বসহকারে বাস্তবায়নের জন্য উপস্থিত কর্মকর্তাগণকে অনুরোধ জানান। তিনি পেন্ডিং কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে যথাসময়ে বাস্তবায়নপূর্বক অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিলের জন্য তাগিদপত্র প্রদানের নির্দেশনা দেন। বিদ্যুৎ, পানি ও জ্বালানীর (তেল/গ্যাস)-এর সাশ্রয়ী/সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য সভাপতি প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্টীকার/লিফলেট তৈরিপূর্বক রেলভবনের বিভিন্ন কক্ষে (টয়লেটসহ), কমলাপুর স্টেশনসহ গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে এবং আন্ত:নগর ট্রেনে লাগানোর নির্দেশ দেন।	কাঠামোতে উল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ যথাসময়ে বাস্তবায়ন করতে হবে; (গ) পেন্ডিং কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদেকে যথাসময়ে বাস্তবায়নপূর্বক অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিলের জন্য তাগিদপত্র প্রদান করতে হবে; (ঘ) বিদ্যুৎ, পানি ও জ্বালানীর (তেল/গ্যাস)-এর সাশ্রয়ী/সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্টীকার/ লিফলেট তৈরিপূর্বক রেলভবনের বিভিন্ন কক্ষে (টয়লেটসহ), কমলাপুর স্টেশনসহ গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে এবং আন্ত:নগর ট্রেনে লাগাতে হবে; এবং (ঙ) বিস্তারিত আলোচনান্তে মন্ত্রণালয়ের শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি (৩য় কোয়ার্টারের) প্রতিবেদন সর্বসম্মতিক্রমে সভায় অনুমোদিত হয়।	২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা (সকল) রেলপথ মন্ত্রণালয়। ১। যুগ্মসচিব প্রশাসন, রেলপথ মন্ত্রণালয় ১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। উপসচিব (প্রশাসন-৪), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ১। উপসচিব (প্রশাসন-২), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২.৩	**২০১৮-১৯ অর্থবছেরর শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের জন্য কর্মকর্তা/কর্মচারি নির্বাচন:** সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব প্রশাসন-২ সভায় বলেন যে, কর্ম-পরিকল্পনার ক্রমিক নম্বর ৯.১ অনুযায়ী শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান, নীতিমালা, ২০১৭ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৩.৩.২০১৮ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৪২. ১৬.০৫৩ নম্বর স্পস্টীকরণ পত্র অনুযায়ী শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান ২৮ মে ২০১৯ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। এছাড়া, ক্রমিক নম্বর ৯.২ অনুযায়ী আওতাধীন/অধস্তন কার্যালয়ে 'শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭' অনুযায়ী শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের নিমিত্ত (৩২১১১০১) কোডে অর্থ বরাদ্দ করতে হবে।	২৮ মে ২০১৯ তারিখের মধ্যে নীতিমালা অনুযায়ী রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের কমকর্তা-কর্মচারিদের মূল্যায়ন সম্পন্ন করে যোগ্য কমকর্তা-কর্মচারিদের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

	এছাড়া, ২৮ মে ২০১৯ তারিখের মধ্যে নীতিমালা অনুযায়ী রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের কমকর্তা-কর্মচারিদের মূল্যায়ন সম্পন্ন করে যোগ্য কমকর্তা-কর্মচারিদের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা দেন।		
২.৪	বিবিধ: আলোচনায় অংশ নিয়ে অতিরিক্ত সচিব (অডট ও আইসিটি) বলেন যে, শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার সহায়ক হিসেবে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের অফিসে যথাসময়ে গমনাগমন পরিবীক্ষণ করার জন্য অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের ন্যায় রেলপথ মন্ত্রণালয়েও ডিজিটাল হাজিরার ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। এলক্ষ্যে রেলভবনের বিভিন্ন ফ্লোরে ডিজিটাল হাজিরা মেশিন স্থাপন করা প্রয়োজন। যুগ্মসচিব (আইন ও ভূমি) বলেন, রেলওয়ে ভূমির অবৈধ দখল মুক্ত করা, রেলওয়ের টিকেট কালোবাজারী বন্ধ করা, ট্রেনের তেল চুরি রোধ; ট্রেনের ছাদে ভ্রমণ রোধ এবং বিনা টিকেটে রেল ভ্রমণরোধে জারিকৃত নির্দেশনাসমূহ শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার সহায়ক প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র হিসেবে গন্য করা যেতে পারে। সভাপতি বলেন যে, রেলভবনে প্রবেশ পথে মেইন গেট-এর নিরাপত্তা জোরদার এবং রেলভবনে আগত ব্যক্তিদের পরিচয় যাচাইয়ান্তে প্রবেশের ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশনা দেন। তিনি রেলভবনে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রপাতি সচল রাখা এবং জরুরি নির্গমণ পথ খোলা রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। কর্মকর্তা-কর্মচারিদের নিরাপত্তা সচেতনতা বৃদ্ধি এবং অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য প্রশিক্ষণসহ মহড়ার আয়োজন করা জন্যও নির্দেশনা দেন।	(ক) রেলপথ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য ডিজিটাল হাজিরা চালু করার জন্য মেশিন স্থাপন করতে হবে; (খ) রেলওয়ে ভূমির অবৈধ দখল মুক্ত করা, রেলওয়ের টিকেট কালোবাজারী বন্ধ করা, ট্রেনের তেল চুরি রোধ; ট্রেনের ছাদে ভ্রমণ রোধ এবং বিনা টিকেটে রেল ভ্রমণরোধে জারিকৃত নির্দেশনা/পরিপত্র শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার সহায়ক প্রজ্ঞাপন/ পরিপত্র হিসেবে গণ্য হবে; (গ) রেলভবনে প্রবেশের জন্য মেইন গেট-এর নিরাপত্তা জোরদার এবং রেলভবনে আগত ব্যক্তিদের পরিচয় যাচাইয়ান্তে প্রবেশের ব্যবস্থা নিতে হবে; এবং (ঘ) কর্মকর্তা-কর্মচারিদের নিরাপত্তা সচেতনতা বৃদ্ধি এবং অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য প্রশিক্ষণসহ মহড়ার আয়োজন করতে হবে।	১। যুগ্মসচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। যুগ্মসচিব (আইন ও ভূমি/প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ১। যুগ্মসচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৩। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(মো: মোফাজ্জেল হোসেন)
সচিব